হস্তে ধরি ধরি, নিয়া অন্তঃপুরী,
কুবের তখনে দিল।
কে দিয়াছে এত, দ্রব্য অগণিত,
লক্ষ্মীমাতা জিজ্ঞাসিল।।
যত কহে বাণী, লক্ষ্মী ঠাকুরাণী,
কুবেরকে লক্ষ্য করি।
কুবের কহিছে, জননীর কাছে,
চক্ষে ঝরে অশ্রুবারি।
দেবী লক্ষ্মীমাতা, শুনিয়া সে কথা,
কহিছে রঙ্গের ঠাঁই।
"তুমি কি করেছ, মনে কি ভেবেছ,
গোলোক তোমার ভাই।।
ঠাকুর যখনে, গোলোক বদনে,
করাঘাত করিলেন।
গোলোক কি দোষী, প্রভু কেন রুষী,
গোলোকেরে মারিলেন?'
করিয়া শ্রবণ, ঠাকুর তখন,
যুধিষ্ঠির প্রতি কয়।
'মোর এই ছল, এই কথা বল,
কি হইবে ব্যবস্থায়।।
গোলোক তাহাতে, কুবের বাড়ীতে,
রহে ঈশ্বর ভাবিয়া।
গোলোক সাহায্য, কি করেছে কার্য্য,
আমার নিকট গিয়া।।
কুবের বাড়ীতে, গোলোক যাইতে,
আমাকে করেছে মানা।
তোমার বাটীতে, আমাকে রাখিতে,
গোলোকের সে বাসনা।।
অপূর্ব্ব, অপূর্ব্ব, কুবেরের দ্রব্য,
তোমার বাটীতে যায়।
আমি খা'ব তাই, শুনিবারে পাই,
গোলোক পাঠায়ে দেয়।
গোলোক তোমার, করে উপকার,
তার কি করেছ তুমি।
ঠাকুর নিয়াছ, মনে কি ভেবেছে,
ঠাকুর হ'য়েছি আমি।।
মেরেছি গোলোকে, তব বাড়ী থেকে,
তুমি কেন কাঁদিলে না।
গোলোক কারণে, আমার সদনে,
মাথা কেন কুটিলে না।।
ঈশ্বরের কাজ, জগতের মাঝ,
জীবের শুধু পরীক্ষা।
লোকেরে দেখায়ে, কন্যাকে মারিয়ে
বউমাকে দেন শিক্ষা।।
সামাল, সামাল, আপনা সামাল
কপালে কি কার আছে।
পর দুঃখে দুঃখী, পর সুখে সুখী,
এভাবে প্রেম রয়েছে।।
হয়েছে ঠাকুর, গৌরব প্রচুর,
ভেবেছ কি বুঝি বুঝি।
কাজে পাওয়া যায়, সব পরিচয়,
কে কেমন কাজে কাজী।।
বৈষ্ণবের পদে, ক্ষুদ্র অপরাধে,
মহা মহা মহাজন।
বলে হরি হরি, সাধে কল্প ভরি,
হরি না পাবে সেজন।।
যেই হরি ভজে, ভকত সমাজে,
যে পূজে ভকত পায়।
বুঝিয়া ভজন, করে যেইজন,
হরিপদ সেই পায়।।
সব পরি হরি, বল হরি হরি,
থাকহ ভকত মাঝ।"
কহে মনোসাধে, হরিচাঁদ পদে,
রায় কবি রসরাজ।।